বসু বিজ্ঞান মন্দির
Centre for Astroparticle Physics
and Space Science -এর প্রচেষ্টা

শারদ পত্রিকা -------

"অ-বলা"

না বলা কথার ডালি

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

--○ সূচিপত্র ○--

মেঘ বৃষ্টি সংবাদ- রূপময় ভট্টাচার্য

ছোট গল্প
চোর -দীপ্তক বিশ্বাস

দুটি কবিতা - প্রচেতা সিংহ

Beginning Of The Monsoon - Kabita Kundalia

নেমসিস - রথিজিত বিশ্বাস

মৃত্যু মিছিল, এবং আমরা একা - রমা প্রসাদ আদক

There's Nothing That Remains Same - Kabita Kundalia

চেনা মুখ - রিয়া দে

প্রচ্ছদ চিত্র - “ দেবী উমা" -- শিল্পী - সায়নী সরকার
সম্পাদক - রমা প্রসাদ আদক
যুগ্ম সম্পাদক - অভিক ব্যানার্জি
টাইপিং - রমা প্রসাদ আদক

বন্ধুরা পুজো এলেই নতুন নতুন পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়াটা অনেকেরই নেশা । পুজোয় নতুন জামা আর ঠাকুর দেখার আনন্দটাই আলাদা।নিজের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমরাও কিছু কিছু মনের কথা, চোখের সামনে ভাসতে থাকা প্লট লিখে ফেলি । তাদের অনেকেই পায়না অক্ষরের পরিচয়, ডাইরির পাতায়, টুকরো কোন কাগজে তার কথা না বলাই থেকে যায়। এই সব ছোট ছোট কবিতা, গল্প এদের কে ভাসা খুঁজে দিলে ভালো লাগে সবার। এই কথা মাথায় রেখেই ক্ষুদ্র চেষ্টা এই ই- ম্যাগাজিনের ।

মেঘ বৃষ্টি সংবাদ

রূপময় ভট্টাচার্য

মেঘ প্রেম ছিল বৃষ্টির
লোকে যাকে boyfriend বলে
দুজনের প্রেমের ফাঁকে
বেশ ওম বিনিময় চলে
কোত্থেকে তিনকোনা ঝড়, এল এই সহজ জীবনে
হাওয়ায় ভেসে সে কথা, পৌঁছল মেয়েটার কানেও
মেয়েটি সন্দিগ্ধমনা, ভাবে ছেলেকি যাবে নেমে
একদিন ঝড়ের কাছে রাখা খবর দেখে ফেলে sent item এ ।
মেয়েটি আঘাত পায় খুব,
তাই কাজই রাখে তার অবসরেও
এদিকে, ছেলেটা সময় কাটায়,
মেয়েটার যে ঘুম আসেনা
তাই হয়তো আসেনা আর স্বপ্নও
ভাবে, দুজনেই তো থেকে যাবে
তবু ছেলে-মেয়ে হবেনা কখনো?
তার phone-এরও Book এর মাঝে বৃষ্টি ছিল
Dial করলো বারে বারে
কিন্তু বৃষ্টি phone না ধরে জানিয়ে দিলো --
মেঘকে ছাড়াও থাকতে পারে ।
অতঃপর, পুণরায় এসে মেশার আকুতি নিয়ে এক এর পর এক sms:
মেঘ: আমি মেঘ বলছি।
বৃষ্টি: বলো । যদি কিছু বলার থাকে আরও।
মেঘ : ভাল্লাগছেনা।
বৃষ্টি: suggestion চাও? “I miss you”-কে ডেকে নিতে পারো।
মেঘ: চুপ কর।

চোর

দীপ্তক বিশ্বাস

সকাল থেকেই আবির এর মনটা খুব ভালো আজ। বাড়িতে ঝুলন পূর্ণিমার পুজো হয়েছে। কোনও এক অজানা কারণে এসব দিনগুলোতে একটা আলাদা ভালোলাগা মনের ভিতর থাকে। তখন সকাল ১১ টা কি ১২ টা হবে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে কিছু একটা কিনতে। দোকানটা থেকে বেরিয়ে দূরে একটা অদ্ভূত জিনিষে হঠাৎ চোখটা আটকে গেল ওর। একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে, কতই বা বয়স হবে, ১০ বা ১২। ওই বস্তির ছেলেই হবে হয়তো। অপুষ্টির লক্ষন পুরো স্পষ্ট চেহারায়। ছেলেটা কটা জলের বোতল এর পেটি সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথাই তুলবে কিন্তু পারছে না। সেটাকে হাত দিয়ে তোলার ক্ষমতাও নেই ওর... ফাঁকা রাস্তায় আবিরকে দেখেই ডাকলো। "দাদা ! একটু এটা মাথায় তুলে দাও না"। খানিকটা ইতস্তত বোধ করেও দাঁড়িয়ে পড়ল।একটু ভাবল ।এপাশ ওপাশ দেখল। কেউ দেখছে কিনা। যা হয় সবার ...যারা কোনদিন বাড়ীর বাজারটাই করে না তাদের তো এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক...সাতপাঁচ ভাবা বন্ধ করে, গেল ছেলেটার কাছে... পেটিটা তুলতে গিয়েই বুঝল যথেষ্ট ভারি...তাও তুলে দিল ওর মাথায় ... Height ৩ কি ৩.৫ হবে। সে অত ভারীটা মাথায় নিয়ে হন হন করে হাঁটা লাগাল। খানিকটা চমকে গিয়ে সে সামনের দোকানের দাদাকে জিজ্ঞেস করল "দাদা এই ছেলেটা কে?"... " ও লাদেন রে... এই বস্তিতেই থাকে বস্তা এসব কুড়োয় ... আর এর ওর এসব কাজ করে দেয়।" ...চুপচাপ সাইকেল নিয়ে সরে গেল আবির...ভাবল এই দাদারা রোজ ওকে দ্যাখে তাও কোন কিছু করে না ওর জন্য ... চুপচাপ সাইকেল নিয়ে ফলো করল লাদেনকে... ও মাথায় বড়ো পেটি নিয়ে হাঁটছে ...আবার দাঁড়াচ্ছে। আবার হাঁটছে ...পেছন পেছন গিয়ে জিজ্ঞেস করল "তুই কে? কোথায় থাকিস? " ও সেই উত্তর ই দিল.. ।এক পেটি বোতল ম্যাটাডর থেকে নামিয়ে জল এর গুদামে পৌঁছে দিলে ৫ টাকা পাবে...আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ও চুপচাপ বাড়ী ফিরে এল...মনটা শান্ত হল না।গিয়ে বাগ থেকে ১০০ টাকা নিয়ে আবার গেল খানিকক্ষন পরে ওখানে...সেই ছেলেটা তখনও ওই বোতল নিয়ে মাথায় করে ৫০০ মিটার দূরে হেঁটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ... আর কাউকে ডাকছে মাথায় তুলে দেওয়ার জন্য ... চুপচাপ ১০০ টাকা ওর হাতে দিলো... আর ছেলেটাও টুক করে টাকাটা পকেটে চালান করে দিল... সে যে এটা করতে বেশ অভ্যস্ত তা বুঝতে পারল আবির । কিছু না

বলে চুপচাপ ফিরে এল বাড়ী ...এই হচ্ছে আরও বিপদ...কোন কিছুতেই বড্ড প্রভাবিত হই...সারাদিন ছেলেটার কথা মনে হতে লাগল ...আর কি পড়াশুনা ...তার কি দাম।এটুকুই বা কি করবে ওর।সেই স্কুল পালান ছেলেটার জন্য কি কিছুই করা যায় না...দুম করে মাকে বলেও ফেলল পুরোটা ...মা হেসেই চলে গেল আর কিছু না বলে...ছেলের এসব বাপ্যারকে মা আজকাল আর পাত্তা দেই না ... পাত্তা দিলেই ঘ্যান ঘ্যান করে...মন খারাপ করে ...
৩ দিন পরে Institute যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে... ।রোজকার মত ওর মা ওকে সেদিন ও খাইয়ে দিতে দিতে এর ওর কথা বলছে...হঠাৎ করে বলল " জানিস তুই যে ছেলেটাকে টাকা দিয়েছিস ও তো অষ্টমী পিসির ছেলে..." " কে অষ্টমী?" " আরে যে পিসিটা রোজ বাসন মাজতে আসে ওর ছেলে লাদেন।জানিস ও ওই ১০০ টাকায় চালডাল কিনে ঝুলনের খিচুড়ি করেছে...আর বাচ্চাকে খাইয়েছে..."। একটা অদ্ভুত আনন্দ হল আবিরের । হাঁটতে হাঁটতেই ট্রেন ধরার জন্য বেরিয়ে গেল...২ দিন পর আবার একদিন ষ্টেশন এ লাদেন এর সাথে দেখা...হাসতে হাসতেই দৌড়ে চলে গেল ও .. ।

পূজা এলো। আবিরের বাড়িতে পূজা হয় প্রতিবছর... কোথা দিয়ে দিন গুলো কেটে গেল বুঝলই না...প্রতিদিন লাদেন এসেছে ওদের বাড়ীতে ওর মায়ের সাথে... বিসর্জনেও গেল ওদের সাথে। দুপুর এ খাওয়ার আগে টুক করে লাদেনকে ডেকে বলল ... " তুই পড়িস না কেন ?" । "আমার টাকা লাগবে...পড়তে ভালো লাগে না"...।"কত পাস তুই মাসে ?" ..." ৫০০- ৬০০"।।" আমি তোর মায়ের হাতে মাসে ১০০০ টাকা দেব।কিন্তু তুই পড়বি ...' ..." না না আমি পড়বো না" আবির বুঝল না ও কি ভুল বলেছিল কিন্তু লাদেন দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে...খাওয়ার জন্য ওকে সবাই কত ডাকল ...আবিরকে দেখলেই ভয় ভয় করে পালিয়ে যাচ্ছে ..আবিরের মা এসে উল্টে ওকে বকলো " তুই কেন ওকে এসব বলতে গেলি...সবাইকে সব বলতে নেই..."। চুপ করে কিছু না বলে সরে গেল আবির ওখান থেকে । কদিন পর হঠাৎ অষ্টমী পিসিও কাজ ছেড়ে দিলো আবিরদের বাড়ি থেকে কিছু না বলে । সময় এর সাথে সাথে ভুলেই গেল লাদেনের কথা...।
একদিন রাত তখন ৪ টের মতন হবে একটু দুরেই খুব চেঁচামেচি হচ্ছে...আর থেকে থেকে ছপ ছপ আওয়াজ।কাউকে লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে। আর মারার সাথেসাথেই সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ...ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে চলে গেল বাড়ীর সামনে... চোর ধরা পড়েছে ...। আসলে কিছু ভদ্রবেশি চোর একটা বস্তিবাসি গরিব ছোকরাকে ধরেছে...আর নিজেদের যাবতীয় সুখ দুঃখ ওর উপর ঢালছে ... দুরে অষ্টমীপিসিকে কাঁদতে দেখেই ভয় লেগে গেল

আবিরের । লাদেন ধরা পড়েছে চুরি করতে গিয়ে...লাথি আর লাঠির বীভৎসতা দেখে পা কাঁপছে আবিরের। আর কিছু ভদ্রবেশি মানুষ সমস্ত হিংস্রতা উগরে দিচ্ছে লাদেনের উপর... পুলিশ আসার আগে যতটা পারা যায় আনন্দ নেওয়া...এতগুলো হিংস্রকে দেখে খেপে গেল আবির । ...থামাতে গেলে ওকেও ছেড়ে দেবে না...ওরা পাপিকে শাস্তি দিয়ে মহত্ত্ব লাভের পিপাসু...কাউকে ছাড়বে না...লাদেন কাঁদছে ... চেঁচাচ্ছে .. ওর মাও দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ছেলেকে হারানোর ভয়ে ...আর দেখতে পারল না আবির... মাটিতে বসে পড়ল আবির...দুর থেকে পুলিশ ভ্যানের আওয়াজ আসছে...এবারের মতো হয়তো বেঁচে গেল লাদেন ।

দুটি কবিতা

প্রচেতা সিংহ

(১)

অগোছালো এলোমেলো রং
ছুঁয়েছে কি তোমাদেরও ভিড়বাস ?
তবে ওইখানে মরেছেই কোন মেয়ে
ওইখানেই পাশবিক উল্লাস ।

তুমি করো আপসোসে চুকচুক
আমি দেখি সকালের সংবাদ
আসলেতে দুজনেই ভিতু খুব
আসলেতে দুজনেতেই চাই মাফ ।

চাই মাফ পাঁজরের কাছে রোজ
চাই মাফ ছোটদের ইস্কুলের ,
ভনভনে মাছি ঘোরে রক্তে
তুমি এলে গরমেই মশগুল ।

সহিষ্ণু রাষ্ট্রও গজরায়
মাপা স্কেলে ধিক্কার বর্ষণ
দেখছো কি নবজাতি উত্থান
ধর্মের গায়ে লেখা ধর্ষণ ।

(২)

যদি সাহস থাকে আজকে না হয় দুকান কেটো
একটুখানি নিজের মতো রাস্তা হেঁটো,
হাতদুটো তার পাকড়ে বোলো ঠিক তোকে চাই
দেয়ালজুড়ে সঙ্গে চলার স্লোগান সেঁটো ।

যদি সাহস থাকে অসভ্য হাত মুচড়ে রেখো
পাগলী মেয়ের সঙ্গে নেমে বৃষ্টি মেখো ।
রোজনামচার খাতায় লিখো মানছি না বস
একটা বিকেল একটা বয়েস বাড়তে দেখো ।

সাহস করে ফাইলে থাক আবোলতাবোল
Year-ending ভীষণ চাপে বাক্সবদল
তেপান্তরের মাঠ যাবে তাই ছুটির দাবি
গোমড়া মুখের রিংটোনে থাক ধামসা মাদল ।

Beginning Of The Monsoon

Kabita Kundalia

The wind tickles me from behind,
And whirls the leaves of trees.
She brings with herself,
The clouds floating in breeze.
With the ceasing of March,
She threw the drops of cloud;
On the thirsty, dry earth.
From the sky not roaring much loud.
Drinking the first drop of monsoon,
The earth began to spray,
A sweet dim fragrance,
That made my heart such gay.
Loveliest feel of rains,
Is received in the very first drop;
Along with the blowing wind,
That doesn’t know how to stop.
The nature is swayed with joy,
With the beginning of monsoon;
And sings in its own way,
Unbothered, if morn or noon.
The rainy days when come,
Bring the hot sun along;
That takes back the water,
And loops it to the throng.
I love this part of year,
That gives me scent of peace;
Which the earth receives,
On getting the drops of ease.

নেমেসিস

রথিজিত বিশ্বাস

তোদের চেতনার মৃত্যুর ধুসর সময়ে
গ্রিধ্ন নেকড়ের মত হানা দেয়,
বিকৃতকাম আদিম পিশাচ।

সম্ভোগ মিশে রক্তে তোদের,
গৃধিনীর মত খুঁজিস তায়
নারী শরীর। বস্তুসম।
তফাতও বুঝিস না নবাঙ্কুরের।
বীর্যআস্ফালনের ক্ষতবিক্ষত প্রমাণ রেখে
ফিরিস যখন, শব মারিয়ে ডোমেরা যেমন,
আমি আবাহনী গাই নেমেসিসের।
আসুক সে ভীষণা,
কণ্ডনী প্রহারে করুক তোদের সংহার।
ছিন্ন করুক তোদের লিঙ্গাহঙ্কার,
ঠিক যেমন ঐ একাদশীর যাচঞা
প্রহারে করেছিলি রদ।
কৃপাণধারিণী দীর্ণ করুক, নিশ্চিহ্ন করুক।
আমি আবাহনী গাই, ঐ অশীতিপরের পাশে।

ছন্দপতন

সানন্দা রায়চৌধুরী

অজানা এই ইচ্ছেটাকে
দুমড়ে মুচড়ে পকেট মারি
কবিতা আজ লিখব বলে
বকব শুধুই আন্দাবরি !
বসতে হলে বসবো শুধুই
তোমার পাশের seat টায়
বলতে হলে বলেই দেব
তোমায় যা আজ মন চায়।

চোখটা আবার বিস্ফারিত?
আবার তুমি 'অবাক করা -- !' - -?
জানতে না কি বেসেছি ভালো
না কি সবই আজ 'মনগড়া' ?
ফুচকা খাব ভীষণ ঝালে --
তারপরেই Ice cream
ইচ্ছে হলেই বেসুরো গান
খুঁজতে যাবো ডাইনো- র ডিম !
দম বন্ধ AC ঘরে
থাকব না আর Computer – এ,
আজকে বরং দোলনা দোলা
অনন্ত ঘুম দুচোখ জুড়ে।
কালো ঐ কুর্তিটাকে --
এসো না আর --- তোলাই থাক !
Local Train ই ভালো আমার
201 টা নিপাত যাক ।।

মৃত্যু মিছিল, এবং আমরা একা

রমাপ্রসাদ আদক

হেঁটে চলেছি এক মৃত্যু মিছিলে, 'রবি' গেছে অস্তাচলে
তবুও ছায়া তার দীর্ঘতর হয়ে চলেছে,
চলেছি কোন গভীর অতলে তলিয়ে ।
হারিয়ে গেছে প্রভাত পাখির গান, হল বুঝি না বলা
কথার অন্তহীন অবসান ।

পরদিন প্রাতে উঠবে
সূর্য, ভরবে শহর মানুষের কলতানে
তবুও কেন না জানি শূন্যতা সে রয়ে গেছে কোনখানে,
সে শূন্যতার স্তব্ধ অতল গভীর গিরিখাদে,
কেউ বা পারেনি; অথবা কোনো কণ্ঠ কাঁদে ।
ক্ষুধা তার ছিল না আর, ফিরে যেতে হবে ভাই
পড়ন্ত বেলায় চেনা সে খেলায় মেতে ছিলো বুঝি তাই।
রহমান কাঁদে বহমান স্রোতে, চলেছে নির্বাক অমল,
মৃত্যু মিছিলে চলছে সকলে, একা সে শুধু অচল ।

কথা তার যত নিজের মতো বলেছে অজস্র
সাড়া দিয়েছে সে যে, ডেকে ছিল আকাশভরা তারারা সহস্র
প্রিয়জন যবে যায় চলে ছেড়ে, কেড়ে নিলো প্রাণের প্রিয়
আমি একা রহিনু পড়ে, আমাকেও টেনে নিও ।
হয়ত একদিন আসবে সকলে, হবে কোনদিন দেখা,
চলেছে বয়ে মৃত্যু মিছিল, সকলে আমরা একা।

(২২ শে শ্রাবণ স্মরণ করে)

There’s Nothing That Remains Same

Kabita Kundalia

The day’s blue sky,
Becomes dark at night.
The buds bloom to flowers,
Clouds melt into rain.
Stars die off by the coming of dawn.
Coz, there’s nothing that remains same.

The crimson hue is paled,
Green leaves turn yellow and fall.
Waters from the rivers dry,
Oil gets eaten up by the lamp.
Pretty face by time is puckered.
By the same are emotions differed.
Coz there’s nothing that remains same.

The people who’re always close,
May go to the fartherest far.
Some by distance on the earth,
While some in the depth of heart.
Then love may change to a thing unknown,
And things unknown to love.
It’s just because there’s nothing that remains same.

চেনা মুখ

রিয়া দে

কৃষ্ণনাথ কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধার ঘেঁসে হেঁটে গেলে মাঝে মাঝে যে ঘাটগুলো ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর দিকে তাকালে চোখে পড়বে কোথাও কোথাও কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্য , কোথাও বা মনকষাকষি , গাছের ছায়াঘেরা বেদীগুলো এমন অনেক সম্পর্কের উত্থান পতনের সাক্ষী, আর যে ঘাটগুলো গাছের ছায়া থেকে বঞ্চিত, ছোট বোট ভেড়ে, তাতে নানা রকম লোকের ওঠানামা - সেখানে প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখা মেলা ভার। কোনও ঘাটের পাশে ফুচকাওয়ালার কাছে ঠাসা ভিড়। কোথাও বা নাপিতের ক্ষুরের খসখস শব্দ। একদিকে যেমন ফুচকাওয়ালা কানাইয়ের দম ফেলার সময় নেই, তারই পাশে মাছি তাড়ানোর মত অবস্থা 'বাঁকা বুড়ো'র। বাঁকা বুড়োর ভালো নাম ছিল বিক্রম । মা বাবা শখ করে কোনো এককালে রেখেছিলো।

কিন্তু কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো 'বিক্রম' নামটা বেশীদিন টেকেনি কপালে, এখন এক পা বাতের বাথ্যায় অচল । খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে বাঁকা বুড়ো নামটা জুটে গেল কপালে। কোথায় তার বাড়ি কেউ জানে না। কলেজের উল্টোদিকের রাস্তায় পড়ে থাকে । কোথাও মেলা হলে তাকে কয়েকদিনের জন্য দেখা যায় । যখন খিদের জ্বালা বেশি হয়ে যায়, তখন ছেঁড়া ময়লা জামাটা জড়িয়ে কলেজের সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কাতর স্বরে বলতে থাকে - "দুদিন ধরে খাইনি কিছু। একটু ছোলা কিনবে দিদিভাই, দাদাভাইয়েরা ? একটুখানিই কেনো না হয় ।" কেউ বা পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কেউ বা দয়া করে দশ টাকার ছোলা কিনে অল্প খেয়ে বাকিটা ফেলে দেয় । কখনো বা কোনো প্রেমিককে তার প্রেমিকার চাপে পড়ে নিরুপায়ের মতো এই সমাজসেবাটুকু করতে হয় ।

অবশ এসবে বাঁকাবুড়োর কোনো কিছুই যায় আসে না, দিনের শেষে দুটো পাউরুটি পেলেই দিন গুজরান হয়ে যায় তার। রাতের বেলায় যখন সব নিঃসছুপ হয়ে যায়, কলেজের ঘাটে শুয়ে বিশাল আকাশটার দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবে, তা সে নিজেও জানে না।

একদিন কানাই শুধিয়েছিল - "বুড়ো দেশ কোথায় তোমার ?”

--"যেখানে আমার ঠাঁই হয়, সেটাই আমার দেশ ।"

--” তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই ?”

--"মা বাপ তো কবেই মরেছে। কত ঠোক্কর জীবনে যে খেয়েছি সে আমিই জানি । পড়াশুনার পাট চুকলে মাথায় ঢুকল থিয়েটারের নেশা। তাতেও ঠাঁই হল না। কোথাও অনেক টাকা লাগত, কোথাও বা লাগত শাসকদলের রঙ । কত জায়গায় যে ঘুরেছি, কত লোক দেখেছি। সবাই বলে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। আমার বিশ্বাস হয় না। ভাগ্য জিনিসটা কপালে থাকা দরকার। সোনার চামচবাটিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের আশিটা বছর কাটিয়ে দিতে পারেন, আবার পাথরবাটিতে সুকান্তের একুশটা বছরও পার হয় না।" কানাই শুধোয় , " ও বুড়ো ! তোমার ঐ পুঁটুলিতে কি আছে যে আগলে রাখো ?"
-- "অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক গল্প ঠাসা ওতে। কেউ বোঝেনি আমায়। ভিখারি, চোর বলে গালিগালাজ করে ভাগিয়ে দেয়। দেখবি একদিন ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে তোদের সবাইকে অবাক করে দেবে।"
বুড়োর সব কথা কানাই বোঝে না। শুধু রবীন্দ্রনাথের নামটা শোনা ছিল । আর সুকান্তের নামটা চেনা চেনা ঠেকছিল। পাগল বুড়োর প্রলাপে আর কান দেয়নি কানাই। বুড়ো একলা আকাশ পানে চেয়ে বিড়বিড় করে যায় --
" তোর বুকের শূন্যতা আমায় গ্রাস করে
তোর চোখের গভীরতায় আজ আমি
আরাম পাই না।
গত শতাব্দীর ভুলে যাওয়া পাপের বোঝা বয়ে
আজ আমি ক্লান্ত,
আমায় ঘুমাতে দাও। "

(২)

কলেজের মাঠে কখনো দিনের বেলা ফাঁকা পড়ে থাকে না। একটু খেয়াল করলে চোখে পড়বে কোথাও একদল ক্যান্টিনের খাবার খাচ্ছে। কোথাও একদল খিল্লি করছে । কারণে অকারণে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে গড়িয়ে পরছে, কোথাও বা সেলফি তলার হিড়িক -- সেটা চা খেতে খেতে হোক কিংবা মেকী ভাবুকতা দেখিয়েই হোক। কোথাও বা পড়ুয়াদল পড়াশুনা করছে, কেউ গান শুনছে। কেউ আবার প্রিন্সিপালের ঘরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে wifi থেকে সিনেমা নামাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইছে। কলেজ ইউনিয়ন রুম থেকে ভেসে আসে টিভির আওয়াজ, রুমের বাইরে সাজানো বাস্ত্যতা, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে পরবর্তী চালের জল্পনা । সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কত দল আসে, কত দল চলে যায়। পড়ে থাকে শুধু কিছু ছেঁড়া ঘাস,খবরের কাগজ, সিগারেটের ছাই আর খাবারের পরিতক্ত্য

প্যাকেট।

(৩)

সাত্যকিদের গ্রুপটা আসে সোম, বুধ, শুক্র ১২ তার সময়। ২ টো পর্যন্ত ওদের off preiod থাকে। গ্রুপের বাকি member রা হল পিয়ালি, শমীক, বিদিশা, অরিন্দম আর সোহম । ওদের সবার একই সময় off period টা পড়ে যাওয়ায় আড্ডায় জমে ভালো।

ক্যান্টিন থেকে কিনে আনা ঠোঙায় রাখা শেষ চপটা হাতিয়ে নিয়ে সোহম বলল - "কি রে অরিন্দম, তোর সেই ডানাকাটা পরীর খবর কি ?”

অরিন্দম - "ডানা কাটা না ভাই, লম্বা লম্বা ডানা নিয়ে উড়েই চলেছে।"

শমীক- এই অরি, তোর জন্য একটা দারুণ জিনিস আছে, জব্বর প্রেমপত্র। এবার আর মিস হবে না। শিওর জালে ধরা দেবে।"

সাত্যকি- "তোর প্রেমপত্রের কথা ছাড় তো । আগের বার তো মেয়েটাকে দেবার পর সোজা রাখী দিয়েছিল ।"

বিদিশা-"আহ তোরা থামবি । এই পড় পড় কি লিখেছিস কালিদাস।"

শমীক -- “ প্রিয়তমা অণু,”

সাত্যকি -- "শুরুতেই বোগাস কথাবার্তা। প্রিয়তমা ! শুনলেই কেমন যেন পেটটা গুড়গুড় করে।"

শমীক -- “ হুঃ, তা তো করবেই। ব্রিটিশের পা চাটা কুত্তার জাত তো। Babe বলে ডাকলে তো ভালবাসা উছলে ওঠে।"

সাত্যকি --” ঐ জাত তুলে কথা বলবি না একদম। এইসব প্রিয়তমা প্লেটোনিক লাভের মতো, না ফেলা যায়, না হজম হয়।"

পিয়ালি -- "উফ তোদের নিয়ে আর পারা যায় না। তুই পড় তো। এই পাগলের কথায় কান দিস না।"

শমীক --” এই আর ডিস্টার্ব করবি না একদম। পড়ছি আমি। প্রিয়তমা অণু,

তোর কাজল কালো চোখের বাণে আমার হৃদয় বিদ্ধ। তোর চুলের প্রত্যেকটা ভাঁজে কাল বৈশাখীর উন্মাদনা । আজকাল তোকে দেখলেই আমার heart beat বেড়ে জায়। তর ঝলক পেয়ে ক্যান্টিনের অখাদ্য চাও অমৃতের মতো মনে হয়। তোর নেশায় আজ আমি মাতাল।

অরিন্দম- "চলবে চলবে ভাই । আর দরকার নেই । এটুকু দিয়েই শুরু করি না হয় ।"

সাত্যকি- "বোগাস ন্যাকা ন্যাকা কথা সব ।

পিয়ালি - "তুই থাম তো ! নিজে তো কলির কেষ্ট । মেয়েদের লাইন লেগেই থাকে । flirt-বাজ কোথাকার ।"

সাত্যকি - "তোর তাতে কি ? দেখলে হবে ? খরচা আছে । আর আমার কাছে প্রেম মানে entertainment, entertainment & entertainment. “

বিদিশা - "এই ভালো কথা, কাল তো strike - আসবি তোরা? “

শমীক – "পাগল, কোথায় মারামারি হবে তার ঠিক নেই ।"

সোহম - "তোদের কাছে strike মানে তো শুধু একটা ছুটি। একটু ভেবে দেখিস না কে কেন strike ডাকছে।"

অরিন্দম - “strike ডেকে কি সমস্যা মেটানো যায় ?”

সোহম - "হয়ত যায় না। আর এর জন্য দায়ী তো আমরাই । যাদের ঘর জ্বলে, তারাই খড়কুটো খোঁজে। বাকি কেউ টো এগিয়ে আসে না।"

পিয়ালি - "এই যে আবার ঝামেলা শুরু হল। ছাড় তো।"

সোহম- "ছাড়াছাড়ির কিছু নেই। বড়ো হচ্ছি যখন কিছু দায়িত্ব তো নিতেই হবে সমাজের । বই পড়ে, গান শুনে চোখ কান ঢেকে রেখে এগোলেই তো চলবে না।"

শমীক - "এই যে বিপ্লবদা, এবার ক্লাসে চলুন।"

বিদিশা - "এই কলেজের Fresher's- এ কি করবি ঠিক করেছিস? নাম জমা দিতে হবে তো ।"

সাত্যকি - "ওভাবে শরীর দুলিয়ে ন্যাকা মেকী গান গাইতে পারব না আমি। কোনো item song গাইতে বললে রাজি আমি। নয়তো boyce avenue এর কোনো একটা acoustic version গেয়ে দেব।"

পিয়ালি- “ যা খুশি কর । কিন্তু ওটা জানিয়ে দিয়ে আসিস রুশাদের । ওরা arrangement করেছে এবার।"

অরিন্দম – "চল চল ক্লাসে। বাই । পরশু দেখা হচ্ছে তবে।"

(৪)

" তোর বুকের খাঁচায়
আমায় আটকে রাখিস না।
আমি মুক্তি চাই ।
তোর জন্য সাজতে সাজতে

আজ আমি ক্লান্ত ।
আমি বাঁচতে চাই।
তোর ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে রাখতে
ভালবাসা আজ আস্তাকুড়ের খাবার'
শুধুই শারীরিক --
আমি শান্তি চাই।
তোর বাঁধা ছকে চলতে চলতে
আজ আমি দিশাহীন।
আমি উড়তে চাই--
তোর গিটারের সুর
আজ অন্য কারোর জন্য বাজে
আমার জন্য শুধু ছেঁড়া তারের
রিন রিন শব্দ ।
আমি আলো চাই ।"
হাততালির পালা শেষ হলে শমীক মুখ খুলল। "কবির নাম শোনার পরও যদি এই হাততালি চলতে থাকে। তবেই এই কবিতার সার্থকতা ।"
চিৎকার ভেসে এলো - "কে লিখেছে ?”
--"আমাদের বাঁকা বুড়ো ।"
খানিকক্ষণ নিসছুপ । তারপর এলোমেলো কিছু অবিশ্বাস জড়ানো টুকরো টুকরো কথা । শমীক হাসল। বলল - "এই যে আমার হাতে ডায়রি, সবকিছু বাঁকা বুড়োর লেখা। কোথায় কার ট্যালেন্ট লুকিয়ে থাকে তা কি সব জানা যায়? ঘটনাচক্রে এটা আমার হাতে এসেছে। আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে অনুরোধ করছি যদি বিক্রম সান্যাল ওরফে আমাদের চেনা বাঁকা বুড়োকে স্টেজে ডেকে অভিনন্দন জানানো হোক। শেষ বয়সে যদি একটু মর্যাদা পায়, তবে এটাই হবে তার বড়ো প্রাপ্তি।"
শমীক নেমে এল স্টেজ থেকে। বাঙ্কাবুরকে খুঁজে আনা হল। সে তো আসতেই চায় না। ঘাবড়ে গেছে। প্রিন্সিপাল স্যার বুঝিয়ে বললেন সব। তখন বুড়োর ছকে জল। পাগলের মতো নাচছে আর বলছে বেড়াল বেরিয়ে গেছে ঝুলি থেকে।
কেউ হাসছে, কারোর চোখে জল। সাত্যকি শমীকের কাঁধে নাড়া দিয়ে বলল - "শালা আমাদেরও বলিসনি এটা। ইশ বুড়োকে কোনদিন ভাল চোখে দেখিনি। নোংরা জামাকাপড়

দেখলেই কেমন যেন ধান্দাবাজ, চোর ছ্যাঁচোড় মনে হয়।"
অনু কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ সেটা খেয়াল করেনি। অনুর পাশে অরিন্দম দাঁড়িয়ে হাসছে। মানে যুদ্ধ জয় সফল। সোহম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করছে বন্ধুগুলোকে জড়িয়ে ধরতে। বাড়ির অভাব অনটন সত্ত্বয়েও এই বন্ধুদের জন্যেই সে হাসতে পারে। আজ যে নতুন শার্টটা পড়ে এসেছে সেটাও সাত্যকির দেওয়া। নাহ এর জন্য কোন হীনমন্যতা নেই; আছে শুধু বন্ধুতের ভালবাসা। অনু আর অরিন্দমকে একসাথে দেখে খানিকটা হিংসে হচ্ছে যদিও। গরিবদের পক্ষে প্রেমিকা জোটানো একটু কঠিন। অভাবের সংসারে ভালবাসা আসে দুবেলা ভাতের হাত ধরে। সেখানে বিরিয়ানির চিন্তা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সোহম। কিছু না পাওয়াটাও অনেক সময় এগিয়ে নিয়ে যায় সামনে। শুধু সময়ের প্রতীক্ষা।

(৫)

বাঁকা বুড়ো হাপুস হুপুস করে খাচ্ছে কেক, মিষ্টি। পাউরুটি অভ্যস্ত পেট এতো ভালো খাবার কবে শেষ খেয়েছে মনে করতে পারে না। প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন এবার থেকে দুবেলা ক্যান্টিন থেকে খাবার পাবে সে। তার বদলে প্রতি বছর কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির দায়িত্ব ওকে নিতে হবে। ও লিখবে, আরও লিখবে। ভাতের টান , সবচেয়ে বড়ো টান। আর কাজের স্বীকৃতি পাওয়াটা উপরি পাওনা। স্টেজে থেকে গান ভেসে আসছে --
মুঠো আজ দিলাম খুলে,
যা আছে তা নিয়ে নাও --
নিঃস্ব হওয়ার এই তো সুযোগ
দিতে পারি হাতের রেখাও।

বহু বর্ণ চিত্র - দেবী দুর্গার নৌকায় আগমন

শিল্পী - রমা প্রসাদ আদক